ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2021; 7(5): 32-34
www.allresearchjournal.com
Received: 22-03-2021
Accepted: 24-04-2021

Sarita Biswas
Resources Person,
Department of Bengali, MGGC Mayabunder, Andaman Island, India

Dr. Gouri Bepari
Resources Person,
Department of Economics, MGGC Mayabunder, Andaman Island, India

Dr. Parbati Bepari
Resources Person,
Department of Economics, MGGC Mayabunder, Andaman Island, India

Corresponding Author:
Sarita Biswas
Resources Person,
Department of Bengali, MGGC Mayabunder, Andaman Island, India

ভারত কল্যানে ভারত পথিক স্বামী বিবেকানন্দ

Sarita Biswas, Dr. Gouri Bepari and Dr. Parbati Bepari

সারাংশ
(1863-1902) আমাদের হিন্দু সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ হলেন ভারতের কল্যাণের প্রতীক। ভারতে ধর্মীয় সংস্কার, জনশিক্ষা, মহিলা সমাজের উন্নতি ইত্যাদিতে স্বামী বিবেকানন্দের অবদান স্মরণীয় ও প্রশংসনীয়। এই কারণেই স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বামী বিবেকানন্দের সম্পর্কে বলেছিলেন, - "আপনি ভারতে যেতে চাইলে বিবেকানন্দের লেখা পড়ুন। তাঁর মধ্যে সমস্ত কিছুই ইতিবাচক; নেতিবাচক কিছুই নেই"।

মূল শব্দ: স্বামী বিবেকানন্দ, শিক্ষা, স্ত্রী শিক্ষা, ভারত কল্যাণ, ধর্ম

ভূমিকা
স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন দার্শনিক, ঐতিহাসিক, বিশ্বপ্রেমিক, মানবপ্রেমিক, এবং ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদের উদগাতা, নারীজাগরণের অগ্রদূত, শিক্ষা- বিজ্ঞান-স্থাপত্য-সংস্কৃতির জগতে নতুন চিন্তা ধারার স্রষ্টা। ধূমকেতুর মতোই বিস্ময়কর তাঁর আর্বিভাব, ধূমকেতুর মতোই অকস্মাৎ তাঁর বিদায়; কিন্তু এরই মধ্যে তিনি দ্বিধা-দ্বন্দ্ব-কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে দিলেন নবজীবনের মন্ত্র, দরিদ্র-বঞ্চিত-ঘৃনিতদের দিলেন মর্যাদা ও নতুন জীবনের আশা। স্বামীজি জানতেন দেশের উন্নতির জন্য চাই দেশের জনগনের শিক্ষিত হওয়া, এবং সেই শিক্ষা শুধু দেশের পুরুষদের মধ্যে সিমিত থাকবে না, শিক্ষিত করতে হবে দেশের মহিলাদের ও, এবং মহিলাদের শিক্ষা দিতে হবে ধর্মকে সঙ্গে নিয়ে। স্বামীজি সারা জীবন দেশের জনগনের শিক্ষার জয়গান গেয়েছেন। তাই এক কথায় তিনি হলেন আমাদের সামগ্রিক মহাবিপ্লবের মহানায়ক, উদগাতা, পথিকৃৎ।

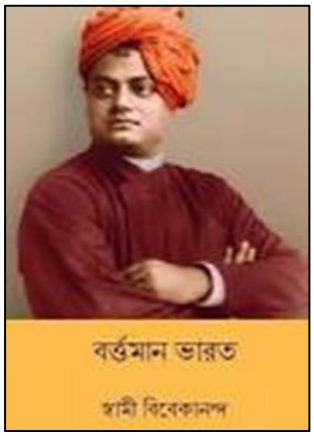

জন্ম: ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ১৮৬৩ সালে ১২ই জানুয়ারি বাংলাদেশের হিন্দু মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী পরিবারে এই বীর সন্যাসীর জন্ম হয়। স্বামী বিবেকানন্দের পিতার নাম ছিল বিশ্বনাথ দত্ত এবং মাতার নাম ভুবনেশ্বরী দেবী।

ভারত কল্যানে স্বামী বিবেকানন্দ: রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিষ্য স্বামী বিবেকানন্দের নাম ছিল নরেন্দ্রনাথ দত্ত, কিন্তু জীবনের পরবর্তিকালে ১৮৮৭ সালে তিনি সন্ন্যাস গ্রহণ করার পর তাঁর নাম হয় স্বামী বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষের মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেও তাঁর এই ছোট জীবনকালে তিনি বিভিন্ন কর্মের জন্য সুখ্যাতি অর্জন করেছেন। শুধু ভারতবর্ষই নয় বিদেশেও তাঁর জ্ঞান, তাঁর বাণী সমান রূপে প্রসিদ্ধ ছোটবেলা থেকেই স্বামী বিবেকানন্দ প্রাপ্ত বয়স্কদের মত চিন্তা-ভাবনা এবং ব্যবহার করতেন। দর্শণ-শাস্ত্রের প্রতি নরেন্দ্র প্রবল আকর্ষণ অনুভব করতেন। ক্রমে তাঁর এই জ্ঞান তৃষ্ণা দিনে দিনে বৃদ্ধি পেতে থাকে।স্বামী বিবেকানন্দ বেদান্ত দর্শনের অনুগামী ছিলেন। তাঁর মতে 'ধর্ম' শুধুমাত্র বক্তিতা বা দর্শণতত্বে সীমাবদ্ধ থাকে না। তিনি ধর্মকে আত্ম-উপলব্ধি বলেছেন। ধর্ম বিষয়ে তিনি বলেছেন,- "এটি হওয়া বা হতে থাকা। তবে শোনা বা জানা নয়।...প্রত্যেকের অন্তরে যে দেবত্ব (ঐশ্বরীয় সত্বা) আছে, তার পূর্ণ বিকশিত রূপই ধর্ম"।

বিবেকানন্দ রামকৃষ্ণ পরমহংসের থেকে শিখেছিলেন,"জীবই শিব"। অর্থাৎ তিনি মনে করেন ধর্ম মানুষের হিতের জন্য হওয়া উচিত। কারন তাঁর মতে আসল ধর্ম হল সেই ধর্ম যা মানুষকে পশু থেকে মানুষে রূপান্তরিত করে, তারপর মানুষ থেকে দেবতায় রূপান্তরিত করা। স্বামী বিবেকানন্দের প্রতি রামকৃষ্ণের ধর্মোপদেশই ছিল এই যে- কোন প্রকার ব্যক্তিগত অর্জন বা উচ্চাকাঙ্খা মনে পোষণ না করে, বৈরাগীর জীবন ধারন করে জীবনকে সমাজ-সেবায় উৎসর্গ করাতেই এর সার্থকতা।

এই ধর্মকে কেন্দ্র করেই স্বামী বিবেকানন্দ শিক্ষার প্রচার এবং প্রসার করতে চেয়েছেন। তাঁর মতে ধর্ম ও বিজ্ঞান হবে শিক্ষার মূল ভিত্তি এবং শিক্ষার বাহন হবে মাতৃভাষা। তবে মাতৃভাষার পাশাপাশি তিনি ইংরেজি ভাষা চর্চার প্রয়োজনীয়তা ও স্বীকার করেছেন। বিবেকানন্দের কথায় শিক্ষা হল- "Education is the manifestation of the perfection already in man". অর্থাৎ শিক্ষা ছোটবেলা থেকেই একটি শিশুর মধ্যে থাকে, কিন্তু সেই শিক্ষাকে জাগ্রত করাই হল শিক্ষকের কাজ। শিক্ষার ক্ষেত্রে এক সর্বতোমুখী বিপ্লব ঘটাতে চেয়েছিলেন স্বামী বিবেকানন্দ। ঘরের মধ্যে বন্দী করে শিক্ষা দেওয়ার বিরোধী ছিলেন তিনি। তিনি চাইতেন, শিক্ষার পরিবেশ এমন হবে যেখানে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে প্রকৃতির নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠবে।

স্বামী বিবেকানন্দ সমস্থ ভারত ঘুরে জানলেন জনমানবের নানান দুঃখ দুর্দশার কথা, এবং দেখলেন কিভাবে সাধারন মানুষ কোনঠাসা হয়ে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে, তাই তিনি সাধারন মানুষের দুঃখে বলেছেন- "এরা সহস্র সহস্র বৎসর অত্যাচার নীরবে সয়েছে- তাতে পেয়েছে অটল জীবনীশক্তি। এরা একমুঠো ছাতু খেয়ে দুনিয়া উল্টে দিতে পারবে; আধখানা রুটি পেলে ত্রৈলোক্যে এদের তেজ ধরবে না; এরা রক্তবীজের প্রাণ-সম্পন্ন। আর পেয়েছে অদ্ভূত সদাচার বল, যা ত্রৈলোক্যে নাই। এত শক্তি, এত প্রীতি, এত ভালোবাসা, এত মুখটি চুপ করে দিন রাত খাটা এবং কার্যকালে সিংহের বিক্রম!"

স্বামী বিবেকানন্দ চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের সমস্ত জনসাধারন শিক্ষার আলো দেখুক। কারন জনসাধারনের শিক্ষার উপরেই দেশের ভবিষ্যৎ নির্ভর করে। এছাড়াও সমগ্র দেশ ভ্রমণ করার পর তিনি বুঝতে পারলেন যে, যতদিন না দেশের স্ত্রীরা শিক্ষিত হচ্ছে ততদিন দেশের সার্বিক উন্নতি সম্ভব নয়। এই জন্য তিনি জনশিক্ষার পাশাপাশি স্ত্রী শিক্ষার দিকেও বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। মা ও মেয়েদের প্রতি বিবেকানন্দের ভক্তি, বিশ্বাস, আস্থা ও গুরুত্ব ছিল সীমাহীন। তাই ১৮৯৪ সালে আমেরিকা থেকে স্বামী বিবেকানন্দ স্বামী শিবানন্দকে একটি চিঠিতে লিখেছেন -"মা- ঠাকরুন কি বস্তু বুঝতে পারেনি, এখনও পারে না। ক্রমে পারবে। ভাষা, শক্তি বিনা জগতের উদ্ধার হবে না। আমাদের দেশ সকলের অধম কেন, শক্তিহীন কেন?- শক্তির অবমাননা সেখানে বলে। মা- ঠাকুরাণী ভারতে পুনরায় সেই মহাশক্তি জাগাতে এসেছেন, তাঁকে অবলম্বন করে আবার সব গার্গী মৈত্রেয়ী জগতে জন্মাবে।.....সেই জন্য আগে মায়ের জন্য মঠ করতে হবে। আগে মা ও মায়ের মেয়েরা, তারপর বাবা আর বাপের ছেলেরা, এই কথা বুঝতে পারো কি?"

স্বামী বিবেকানন্দ লিঙ্গ ভেদাভেদের বিরোধী ছিলেন। তিনি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করতেন, ভারতবর্ষের অধঃপতনের মূল কারণ হল নারী সমাজের উপেক্ষা করা। যা তাঁর মনোভবের বারোধী ছিল।

বিবেকানন্দ অসংখ্য চিঠিপত্রে তাঁর বক্তিতায় স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারের কথা বলেছেন। তিনি নারী শিক্ষার কথা বলেছেন, কিন্তু সেই শিক্ষা হবে ধর্মকে কেন্দ্র করে- "ধর্মকে Centre (কেন্দ্র) করে রেখে স্ত্রী শিক্ষার প্রচার করতে হবে। ধর্ম ভিন্ন অন্য শিক্ষাটা secondary (গৌণ) হবে। ধর্ম শিক্ষা চরিত্র গঠণ নতুবা তার কাজে গলদ বেরোবেই "। বিবেকানন্দ জানতেন, ধর্ম শিক্ষা না দিলে মেয়েদের চরিত্র ঠিক মতো গঠন হবে না, আর মেয়েদের চরিত্র ঠিক মতো গঠন না হলে মেয়েরা আদর্শ জননী হবে না। তিনি মেয়েদের মধ্যে দেখতে পেয়েছিলেন ভারতের আধ্যাত্মশক্তি ও পাশ্চত্যের কর্মশক্তির সমন্বয়। এই দুই সমন্বয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য স্বামী বিবেকানন্দ আহ্বান জানিয়েছিলেন মিস নোবলকে। মিস নোবলকে একটি পত্রে তিনি লেখেন- "তোমাকে খোলাখুলি বলছি, এখন আমার দৃঢ় বিশ্বাস হয়েছে যে, ভারতের কাজে তোমার এক বিরাট ভবিষ্যৎ রয়েছে। ভারতের জন্য, ভারতের নারী সমাজের জন্য, পুরুষের চেয়ে নারীর- একজন প্রকৃত সিংহীর প্রয়োজন। ভারতবর্ষ এখনও মহীয়সী মহিলার জন্মদান করথে পারছে না, তাই অন্য জাতি থেকে তাকে ধার করতে হবে। তোমার শিক্ষা, ঐকান্তিকতা, পবিত্রতা, অসীম ভালোবাসা, দৃঢ়তা- সর্বোপরি তোমার ধমনীতে প্রবাহিত কেল্টিক রক্তের জন্য তুমি ঠিক সেই নারী, যাকে আজ প্রয়োজন"।....

ভারত কল্যানের এই পথিক একান্ত ভাবেই বিশ্বাস করতেন শিক্ষা-দীক্ষায় আদর্শে ভারতীয় নারী সমাজে বিপ্লব না এলে ভারতের কল্যান কখনই সম্ভব নয়।

স্বামীজীর কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বাণী:

- "যতক্ষণ না আপনি নিজের প্রতি বিশ্বাস রাখবেন, ততক্ষন আপনি ঈশ্বরকে বিশ্বাস করবেন না"।
- মহাবিশ্বের সীমাহীন পুস্তকালয় আপনার মনের ভীতর অবস্থিত"।
- "মানুষের সেবাই হল ভগবানের সেবা"।
- "ওঠো এবং ততক্ষণ অবধি থেমো না, যতক্ষণ না তুমি সফল হচ্ছ"।
- "প্রত্যেক নারী-পুরুষকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে দেখতে হবে। তোমরা কাউকেই সাহায্য করতে পারো না, কেবল সেবা করতে পারো, নিজেদের খুব বড় কিছু ভেবো না; তোমরা ধন্য যে সেবা করার অধিকার পেয়েছো,অন্যরা পায়নি"।

মৃত্যু:অবশেষে হাওড়া, বেলুড়মঠে ৪ই জুলাই ১৯০২ সালে, মাত্র ৩৯ বছর বয়সে মাথার একটি রক্তনালী ফেটে যাওয়ার কারনে স্বামী বিবেকানন্দ শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

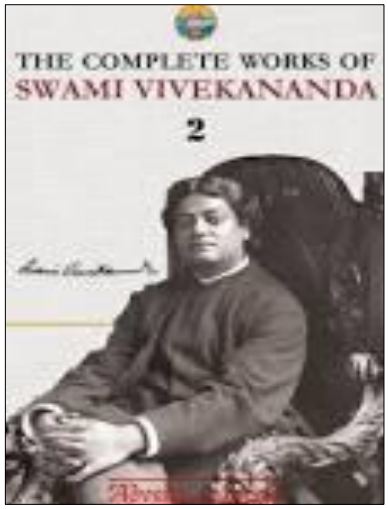

উপসংহার: ভারতবর্ষের জনগনের এই বীর সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের ধ্যান-জ্ঞান-স্বপ্ন-সাধনা ছিল ভারতবর্ষের কল্যান সাধন। এই ভারতবর্ষকে নিয়ে সবসময় তিনি অহঙ্কার করেছেন, তাই সবসময় তিনি ভারতের কল্যান কামনার জন্য নিজের জীবনকে লিপ্ত রেখেছেন। তিনি ভারতবর্ষের ধর্ম, শিক্ষা, নারী শিক্ষার মধ্যে দিয়ে ভারতের কল্যান কামনা করেছেন। রামকৃষ্ণ দেবের এই শিষ্য সত্যিই একজন বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব ছিলেন, তাই বৈদান্তিক হয়েও তিনি গুহায় বসে বেদান্ত চর্চায় বিশ্বাসী ছিলেন না। তাঁর Practical Vedanta ছিল জীবসেবা; কারণ তিনি জানেন প্রত্যেক জীবের মধ্যেই 'ব্রহ্ম' আছে। তাই তো তিনি ধর্মাচারণে সবার সমান অধিকার স্বীকার করে ভারতবর্ষের জনকল্যানের জয়গান গেয়েছেন।

পরিশেষ: "ভারত কল্যানে ভারত পথিক স্বামী বিবেকানন্দ" আমার এই লেখা পড়ে পাঠক সমাজ খুব সহজেই স্বামী বিবেকানন্দের চিন্তা ভাবনাকে জানতে ও বুঝতে পারবে।

গ্রন্থপঞ্জিঁ

1. নিমাই ভট্টাচার্য, "বিপ্লবী বিবেকানন্দ",১৯৯৯, ISBN 978-81-295-1883-5,দে'জ পাবলিশিং।। ৭০০০৭৩
2. সচিন সিংল,"স্বামী বিবেকানন্দ", ISBN 978-93-5048-379-4
3. W.w.w.anandabazar.com>editorial>swa..
4. Bn.quara.com>manabaklyane-sbami-bi.